দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের বদলে আচরণ বিধি তৈরি হচ্ছে

।। সারোয়ার হোসেন ।।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সুপারিশ কার্যকর হচ্ছে না, তবে কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করছেন। বিভিন্ন ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কোন প্রকার আচরণ বিধি না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত ২৯শে জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রক্রিয়া শুরু করলে প্রভোস্ট ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অন্তত তিন মাসের জন্য সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধের সুপারিশ করেন। পরে সিন্ডিকেট এ নিয়ে আলোচনা করে হল প্রাধ্যক্ষ, ডীন, প্রক্টর ও শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আচরণ বিধি প্রণয়নের সুপারিশ পেশের জন্য। এ কমিটি ১৪ দফার একটি সুপারিশমালা পেশ করে। এতে একাডেমিক ভবনের আশপাশে সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধসহ সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের আগে মেয়েদের হল বন্ধ ও রাত ১০টায় ছাত্রহল বন্ধের সুপারিশ করা হয় একই সাথে সূর্যাস্তের আগে সকল প্রকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড শেষ করার নির্দেশ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।

গত সোমবার এ সুপারিশমালা সিন্ডি-কেটের এক সভায় আলোচনা করা হয়। কিন্তু সময়াভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। আগামী শনিবার আবার সিন্ডিকেটের সভা বসবে। ওই দিন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে সিন্ডিকেটের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই কার্যকর করা হবে।

জা'নগর ভার্সিটি ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৮

জা'নগর ভার্সিটি ঃ আচরণ বিধি হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে এ আচরণ বিধি সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ছাত্র লীগ (মে-ই), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (বো-কা), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও জাতীয় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলে তারা জানায়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসের কারণে ক্যাম্পাস বন্ধ হয়েছে। সকল সংগঠন এর দায়দায়িত্ব নিতে পারে না। ওইসব সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাস খোলার পরপরই তারা আচরণ বিধি ভঙ্গ করবে। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রজোট আগামী ১৩ই নভেম্বর ক্যাম্পাসে রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও এর আগে মিছিল-সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংস্কৃতি সংসদ ও জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।